দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

শিক্ষকদের অবসরভাতার ভোগান্তি—সমাধান কঠিন নহে

দীর্ঘসময় ধরিয়া চাকুরী করিবার পর জীবনের অপরাহ্নে বেলায় আসিয়া অন্তত আর্থিকভাবে কিছুটা স্বস্তি বহাল থাকিবে—এই মানসিক তৃপ্তি নিতান্তই সামান্য নহে। বলা যায়, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতেও অবসর ভাতার তাৎপর্য সুবিশাল। কিন্তু সেই অবসর ভাতাই যেন কাহারও কাহারও জীবনে সোনার হরিণ হইয়া যায়। পত্রিকান্তরে জানা যায়, দেশের প্রায় অর্ধলক্ষ অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসরভাতা পাইতে সম্ভব-অসম্ভব সব ধরনের হেনস্থার শিকার হইতেছেন। অবসরভাতার জন্য ২৫ হাজার আর কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ পাইতে সাড়ে ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী দফতরে দফতরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার মধ্যে তাহাদের চলিয়া গিয়াছে তিন বৎসরের আয়ুষ্কাল। কাঙ্ক্ষিত অবসরভাতার জন্য সারাদেশ হইতে তাহারা আসিয়া ধরনা দেন রাজধানীর পলাশীতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস' (ব্যানবেইস) ভবনের নিচতলায়। পুরানোর সঙ্গে প্রতিদিনই যুক্ত হইতেছে নূতন নূতন আবেদনপত্র। তাহাদের অনেকেই জীবনসায়াহ্নে আসিয়া ভাতা না পাইয়াই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনিতেছেন অনেকে।

ইহা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নহে, অবসরভাতা পাইতে যে অরাজকতা যুগের পর যুগ বিরাজ করিতেছে তাহা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অতি বড় স্বার্থের কারণে। এই লইয়া দশকের পর দশক বহু ট্রাজিক গল্প উপন্যাস ও নাটক রচনা করা হইয়াছে, পত্রিকায় রিপোর্টের পর রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। অনেক সম্পাদকীয়ও লেখা হইয়াছে। কিন্তু অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয় নাই। তাহার কারণও খুব স্পষ্ট। যাহারা অবসর ভাতা ব্যবস্থাপনা নামক লঙ্কার দায়িত্বভার অর্জন করে, তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই রাবণের ভূমিকাও পালন করেন পূর্বাপর ঐতিহ্যগত ধারায়। নির্দিষ্ট করিয়া এক্ষণে 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড'-এর কথা বলা যায়। ২০০৩ সালে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য সরকার অবসর সুবিধা বোর্ড গঠন করে। নিয়ম এই যে, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন হইতে ফি মাসে অবসরভাতা বাবদ ৪ শতাংশ অর্থ কর্তন করা হইবে। পুরা চাকুরী জীবনের সঞ্চিত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ সরকার হইতে প্রদান করিয়া চাকুরী শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীকে অবসর সুবিধা পরিশোধ করা হইবে। জানা গিয়াছে, ২০০৫ সালে অবসর সুবিধা বোর্ড আনুষ্ঠানিক যাত্রার পর বর্তমানে কোনো শিক্ষক-কর্মচারীই আবেদন করিবার পর অন্যূন তিন বৎসরের পূর্বে ভাতা পাওয়া একটি অতিবিরল ঘটনা। এই ভোগান্তির নেপথ্য কারণ হিসাবে জানা যায়, অবসর সুবিধা বোর্ডের দুর্নীতি ও অর্থ সংকটের কথা। শিক্ষকদের অভিযোগ রহিয়াছে, ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। এমন কী ঘুষ আদায় করিতে দুর্নীতিগ্রস্ত কোনো কোনো কর্মচারী শিক্ষকদের আবেদনের নথি হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। সোজা আঙুলে ঘুষ নামক 'ঘি' না উঠিলে তাহারা আঙুল 'বাঁকাইয়া' দেন। ইহার জন্য দুর্ব্যবহার বা অসদাচরণের ঘটনা বিরল নহে। হইতে পারে, বর্তমানে দুর্ভোগের চিত্র পূর্বাপেক্ষা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু যেই সকল কারণে দুর্ভোগ জিয়াইয়া রহিয়াছে, তাহা যে শুধু নিয়মের প্যাঁচেই নহে, অসৎ উদ্দেশ্যের প্যাঁচ রহিয়াছে—তাহা দুর্ভোগের শিকার শিক্ষকগণের বয়ান হইতেই স্পষ্ট। তাহা ছাড়া গুরুতর অসুস্থ ও হজ্বযাত্রীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকিবার পরও অনেকেই দুর্বোধ্য কারণে সেই সুবিধা পান না। ইহার কারণ হিসাবে যদি বলা হয়, ওই শিক্ষকরা হয়তো যথাযথভাবে আবেদন করেন নাই—তবে তাহা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

'গুড গর্ভনেন্স' বলিয়া যে শব্দ আমরা নূতন করিয়া শিখিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহার সহিত সদিচ্ছা ও সঙ্কটের সহজ সমাধানের প্রতি প্রকৃত মনোযোগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দূর গ্রাম বা মফস্বল শহর হইতে ঢাকায় আসিয়া বার বার ধরনার পরিবর্তে সরকার চাহিলে খুব সহজেই ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় অনলাইনে পুরা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করিতে পারেন আবেদনকারীকে বিন্দুমাত্র হেনস্থা না করিয়া। কিন্তু ইহাতে যাহাদের স্বার্থে আঘাত আসিবে, তাহারা সকল শক্তি দিয়া সুব্যবস্থাপনার বিষয়টি আটকাইতে চেষ্টা করিবে বৈকি। তাহারা গণমুখী সরকারের জন্য 'স্লো পয়জন'-এর মতো। অথচ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছায় এই জাতীয় সমস্যার সমাধান কঠিন কিছু নহে। আমরা তাহাই প্রত্যাশা করি।